দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 JAN 1997
পৃঃ ৯ কলাম ৭

৩৭০ সরকারী প্রাইমারী স্কুলের ভবন আইডিবি'র সহায়তায় নির্মিত হবে

আহমেদ দীপু

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৩৭০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় অর্ধশত কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে এই ভবনগুলো নির্মাণ করা হবে। আট জেলার ৭৯টি থানায় বিদ্যালয়ের ভবনসমূহ নির্মিত হবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর অংশ হিসাবে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ভবনগুলো নির্মিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার বহু সংখ্যক ছেলেমেয়ে স্কুলে গিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। একই সঙ্গে স্কুলগুলোতে নৈশকালীন বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হতে পারে। সার্বিকভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার কার্যক্রমকে সফল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার চিন্তাভাবনা রয়েছে।

বিদ্যালয় ভবনগুলো নির্মাণ কাঠামোয় একটু ভিন্নতা আনা হবে। স্কুলের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যাতে আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় নির্মাণের সময় সে দিকটি মাথায় রাখা হবে।

সূত্র জানায়, প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ১৯৯৫ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের একটি মিশন সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ তারিখ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করে। এ সময় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর ১৯৯৬ সালে জানুয়ারি মাসের শেষভাগে প্রকল্পটি চূড়ান্ত করার জন্য ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুনরায় আরও একটি মিশন পাঠায়। মিশনের প্রতিনিধিরা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সাথে আলোচনা করলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ ও আইডিবি'র মধ্যে আবারও সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক দাতা প্রতিষ্ঠান পূর্ত কাজের শতকরা ৮০ ভাগ এবং আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও স্থানীয় পরামর্শকের শতকরা এক শ'ভাগ ব্যয় বহন করবে।

প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ এবং সিরাজগঞ্জ— মোট আটটি জেলার ৭৯টি থানায় এই ৩৭০ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হবে। নির্মিত প্রতিটি স্কুল ভবনকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পটিতে ব্যয় হবে ৫৪ কোটি ৩৮ লাখ ১৪ হাজার টাকা। আগামী দুই হাজার সাল নাগাদ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হবে বলে সূত্র জানিয়েছে।